দৈনিক ইত্তেফাক

381

তারিখ ... JAN 1 0 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৪

প্রসঙ্গঃ 'কি' এবং 'কী'-এর ব্যবহার

বিগত ৭ ও ১৮ই ডিসেম্বর'৯৮ তারিখে ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত 'কি' এবং 'কী'-এর ব্যবহার শীর্ষক দুইখানি পত্রের প্রতি আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রেরকদ্বয় উক্ত প্রসঙ্গে যে বক্তব্য পেশ করিয়াছেন, উহা মূলতঃ বাংলা ভাষার স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য বিষয়ক একটি সমস্যা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সুধীসমাজ লইয়া গঠিত, উচ্চতর শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা ও চেতনার দায়িত্ববাহী স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা একাডেমি ইংলিশ-বেঙ্গলি ডিক্শনারীর প্রাথমিক পাতাগুলির ১২শ পৃষ্ঠার ৯ম লাইনে বলা হইয়াছে, "অন্যদিকে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় রয়েছে মাত্র ৭টি স্বরধ্বনি (ই, অ্যা, আ,অ,ও,উ)" একই পৃষ্ঠার ১৯তম হইতে ২২তম লাইনে আরো উল্লেখ রহিয়াছে, "একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য একটি পরিহার্য বিষয়(redundant feature) উদাহরণত, বাংলা লিপিতে ঈ ও ই দুইটি বর্ণ থাকলেও উচ্চারণে মূলত একটি ধ্বনিই রয়েছে, সেটি ই । কেউ যদি 'দীর্ঘ' শব্দটিকে দীর্ঘ ঈ দিয়ে উচ্চারণ করেন বা ই দিয়ে উচ্চারণ করেন তাতে শব্দটির অর্থের কোন তারতম্য হয় না।" প্রদত্ত উদ্ধৃতি দুইটির আলোকে বলা যাইতে পারে 'কি' এবং 'কী' -এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই (?) আর কেনইবা বোর্ডের বই ও প্রশ্নপত্রে 'কি' এবং 'কী' এর উচ্চারণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না তাহাও বোঝা গেল। 'কি' এবং 'কী'-ছাড়া আরো কতিপয় শব্দ যেমন-'কালি' যাহা লেখা বা ছাপার কাজে ব্যবহৃত হয়,'কালী'-হিন্দুদের শীর্ষ স্থানীয় দেবী, 'কুজন'-খারাপ লোক, 'কূজন' -পাখির ডাক, 'কুল' সমাজ, বংশ, 'কূল' নদী ইত্যাদির কিনারা প্রভৃতি শব্দের প্রতি মনোনিবেশপূর্বক বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য বাড়তি, অনাবশ্যক বা প্রয়োজনাতিরিক্ত কিনা; তাহা পুনর্বিবেচনার জন্য বাংলা একাডেমির প্রতি বিশেষ নিবেদন জানাইতেছি।

মোঃ শাহ্ আলম,
১৬/১ বসু বাজার লেন,
নারিন্দা, ঢাকা ১১০০।